3

তারিখ 18 DEC 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

কাগজ সঙ্কট ॥ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীরা এবার যথাসময়ে পাঠ্যবই পাবে না

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

কাগজ সঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীরা এবার নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যপুস্তক হাতে পাবে না। বইয়ের দামও এবার বৃদ্ধি পাবে। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে জানুয়ারির প্রথমার্ধে। সে হিসাবে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ শেষ করার জন্য প্রকাশকদের প্রতি টেক্সট বুক বোর্ডের নির্দেশ থাকলেও গতকাল ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন প্রকাশকই মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। খবর সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

মাধ্যমিক পর্যায়ের টেক্সট বইসমূহ মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রেতা সমিতি। টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এবং রয়ালটির ভিত্তিতে তারা এ দায়িত্ব পালন করে। ন্যায্যমূল্যে কাগজ সরবরাহ করা হয় বিসিআইসি'র মিল থেকে।

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

কাগজ সঙ্কট

(প্রথম পাতার পর)

বিষয়টির প্রতি বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনা ও মুদ্রণ সমিতির একজন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এবার যথাযথ সময়ে আমাদেরকে কাগজ দেয়া হয়নি। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কাগজ সরবরাহ শুরু হয়। সে কাগজ তুলতেও অনেক জটিলতা পোহাতে হয়েছে। তিনি বলেন, এবার কাগজের দামও বাড়ানো হয়েছে। পরিবহন খরচও অনেক বেড়েছে। ফলে বইয়ের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাবেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুদ্রণ শেষ করার জন্য আমরা চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে যাচ্ছি।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত টেক্সট বইয়ের ৫১টি আইটেমের মধ্যে বিশ-পচিশটি জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মার্কেটে যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট অপর একটি সূত্র ধারণা দেয়।